দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 13 MAR 2007
পৃষ্ঠা 2 কলাম

ঢাবি রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ৫২ প্রথম শ্রেণী

বৃহস্পতিবার সিন্ডিকেটে তদন্ত রিপোর্ট ॥ প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি

॥ ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ৫২ ছাত্রের প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণের তদন্ত রিপোর্ট আগামী বৃহস্পতিবার সিন্ডিকেট সভায় পেশ করবে। তদন্ত কমিটি গত রবিবার চূড়ান্ত রিপোর্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক এসএমএ ফায়েজের (২য় পৃঃ ৭-এর কঃ দ্রঃ)

বৃহস্পতিবার সিন্ডিকেটে

(প্রথম পৃঃ পর)

কাছে জমা দিয়েছে। তদন্ত রিপোর্টের সুপারিশ অনুযায়ী সিন্ডিকেট ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। তবে বার বার প্রশ্নপত্র ফাঁসের যে অভিযোগ তোলা হয়েছিল তার প্রমাণ পায়নি তদন্ত কমিটি। নতুন করে জনৈক ছাত্রীকে প্রথম শ্রেণী দেয়ার সুপারিশের ব্যাপারে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অনেক শিক্ষক বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। তারা বলেছেন, বিভাগের এক শিক্ষক ইনকোর্স। টিউটোরিয়াল পরীক্ষায় নম্বর না দেয়ায় ঐ ছাত্রী প্রথম শ্রেণী পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়। ফলাফল প্রকাশের পর ঐ ছাত্রীর আবেদনের ভিত্তিতে বিভাগ থেকে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অফিসকে অবহিত করা হলে ঐ সময় জানিয়ে দেয়া হয় ফলাফল প্রকাশের পর কোন নম্বর যোগ হয় না। কিন্তু নতুন করে কোন প্রক্রিয়ায় ঐ ছাত্রীকে প্রথম শ্রেণী দেয়া হচ্ছে সে বিষয়ে শিক্ষকদের মধ্যে গুঞ্জন উঠেছে। এছাড়া ৫২ ছাত্রের প্রথম শ্রেণীর ফলাফল প্রণয়নের সঙ্গে পরীক্ষা কমিটি, পরীক্ষক, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অফিস এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্ধ্বতন কর্তা ব্যক্তিদের সংশ্লিষ্টতা থাকলেও কোন বিশেষ ব্যক্তির বিরুদ্ধে কেন অভিযোগ উত্থাপন করা হচ্ছে সেটিও এখন প্রশ্নবিদ্ধ। ফলাফল নিয়ে নম্বরপত্র এবং টেবুলেশন সিটে গরমিল পরিলক্ষিত হলেও প্রকৃত পক্ষে এর সঙ্গে কারা সম্পৃক্ত তা রিপোর্টে উল্লেখ হয়নি। তবে তদন্ত কমিটির একজন সদস্য বলেছেন, তারা সব বিষয়ে অবহিত হয়েছেন এবং তারপরই চূড়ান্ত রিপোর্ট জমা দিয়েছেন।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগই টার্গেট

২০০৪ সালের এমএসএস পরীক্ষায় রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ২০৪ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৫২ জন প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়। কিন্তু অন্যান্য বিভাগে অধিক সংখ্যক প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হলেও তা প্রশ্নবিদ্ধ হয় না। গত ১৮ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের একাডেমিক কমিটির সভায় উল্লেখ করা হয়- এ বিভাগের ২০৪ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৫২ জন প্রথম শ্রেণী পেলেও পার্সেন্টেজ হিসেব করলে অন্য বিভাগে আরো অধিক সংখ্যক প্রথম শ্রেণী পেয়েছে। লোক প্রশাসন বিভাগে ১১২ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৩১ জন, আইন বিভাগে ১০০ জনের মধ্যে ৩১ জন, শান্তি ও সংঘর্ষ বিভাগে ১৭ জনের মধ্যে ৭ জন, অর্থনীতি বিভাগে ১১০ জনের মধ্যে ২২ জন এবং মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ বিভাগে ২৭ জনের মধ্যে ১১ জন প্রথম শ্রেণী পেয়েছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের এক সিনিয়র শিক্ষক বলেন, এ বিভাগকে ইস্যুতে পরিণত করা হয়েছে।